|  |
| --- |
| **অধ্যায়-১****প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিক্ষা শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শিক্ষার কাজ হলো মানুষকে জীবন ও জীবিকার উপজীবি করে গড়ে তোলা। সবার জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়ন ও তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। এ কাজে মন্ত্রণালয়ের রয়েছে বিভিন্ন নীতি, কৌশল, আইনি কাঠামো এবং মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তরগুলোর সমন্বয়ে একটি কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো।

**২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ**

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি, কৌশল ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি ও কৌশলের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল:

| **জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ** | **কার্যক্রমসমূহ** |
| --- | --- |
| জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে একটি মাইলফলক। শিক্ষা বিষয়ে সরকারের রূপকল্প জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এ বিস্তারিতভাবে বিধৃত হয়েছে। ‘সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা’ বাস্তবায়নে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের বিষয়টি এ নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতির মূল ভিত্তি।জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এ প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:* মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা;
* কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচি, সকল ধরনেণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা;
* প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদকাল ৫ বছর হতে বৃদ্ধি করে ৮ বছর করা;
* সব ধরনের প্রতিবন্ধীসহ সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
* প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
 | * সবার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য পর্যায়ক্রমে সকল প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হচ্ছে;
* প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদকাল ৫ বছর হতে বাড়িয়ে ৮ বছর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
* ইতোমধ্যে ৬০৯টি বিদ্যালয়কে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে;
* নতুন ব্যবস্থায় আধুনিক পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
* কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
 |
| এসডিজি এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন জাতীয় শিক্ষা নীতিকে অনুসরণ করে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিরক্ষতা সম্পূর্ণভাবে দূর করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা;এসডিজি এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো সন্নিবেশিত আছে:* স্কুলসমূহে পাঠদান ও শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন;
* সমাজের অসাম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সকলের শিক্ষার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা;
* শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ ও শিক্ষার কার্যকরিতা বৃদ্ধি;
* প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন;
* জাতীয় শিক্ষা নীতিকে অনুসরণ করে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।
 | * চাহিদাভিত্তিক স্কুল ভবন নির্মাণ ও পুরাতন ভবনসমূহের মেরামত, পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার সাধন;
* স্কুল টিফিন কার্যক্রম চালুকরণ;
* সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ;
* সকল বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নির্মাণ ও পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ;
* প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও অন্যান্য জনবল নিয়োগ এবং তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
* শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন।
 |

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

বিগত বছরগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্রে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যেমনঃ সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার বৃদ্ধি। পাশাপাশি, প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা বিধানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং তাদেরকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে ইতোমধ্যে “দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চলমান আছে। ইত:মধ্যে ১০৪টি উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩৩.৯০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে স্কুল খোলার দিনে জনপ্রতি দৈনিক ৭৫ গ্রাম করে বিস্কুট বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের বরাদ্দ ছিল ৫১৮ কোটি টাকা, যা ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৭১.২০ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় বরগুনা জেলাধীন বামনা উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার ২টি ইউনিয়নের ১০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৭,৯০৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৬টি উপজেলা বিস্কুটের পাশাপাশি তিনদিন রান্না করা খাবার সরবরাহের সিদ্ধান্ত হয়। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। দারিদ্রতার কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর শিক্ষা যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য সরকার সারাদেশে নিজস্ব তহবিল থেকে ৩০৬৭.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ হতে উপবৃত্তি প্রদান করে আসছে। উপবৃত্তি প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৭৯ লক্ষ হতে ১.৩৭ কোটিতে উন্নীত করা হয়েছে। দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে স্টুডেন্ট কাউন্সিল নির্বাচন চালু করা হয়েছে। রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের আওতায় দেশের ১২৫টি উপজেলায় ১১,১৬২টি আনন্দ স্কুলে ৩,১০,৯৮৭ জন বিদ্যালয় বহির্ভভুত এবং ঝরে পড়া শিশুর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে ৬৪ জেলা সদর ও ৮৬ উপজেলায় ২০৫টি বিদ্যালয় ও ৯টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত ২৮,৫০০ শিশু শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। এজন্য সরকারের বছরে ব্যয় হচ্ছে ৩৬ কোটি টাকা।

**৪.০ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ**

| (বিলিয়ন টাকা) |
| --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট** **2020-21** | **বাজেট** **2019-20** | **প্রকৃত****2018-19** |
| মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট |  | 240.41 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 147.71 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 92.70 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট |  | 239.70 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 147.27 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 92.43 |  |
| সরকারের মোট বাজেট |  | **5,232** |  |
| জিডিপি |  | 28,859 |  |
| জাতীয় বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 18.13 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.83 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 4.59 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.83 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 4.58 |  |
| **মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হার)** |  | **99.70** |  |

**সূত্রঃ অর্থ বিভাগ**

**৫.০** কেস স্টাডি/**উত্তম চর্চা**

|  |
| --- |
| **প্রাথমিক শিক্ষায় গণিত অলিম্পিয়াড পদ্ধতি****দূর করেছে শিক্ষার্থীদের গণিত ভীতি**একবিংশ শতাব্দীর লড়াই মূলত মেধার লড়াই। বিশ্ব আসনে জায়গা করে নিতে হলে মেধাভিত্তিক উপায়েই শুধু তা অর্জন করা সম্ভব। বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশের জন্য কথাটা আরও বেশি সত্য। মেধার এ লড়াইয়ে টিকতে হলে যে দক্ষতাগুলো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তার একটি হল সমস্যা সমাধানের দক্ষতা। যেকোন উদ্ভাবনী, সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের প্রধানতম অঙ্গ এই দক্ষতা। যেদক্ষতা অর্জনে চাই দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি, জাতিগতভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও অভ্যাসে পরিণত করার অনুকূল পরিবেশ।প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে এই দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় শুরু করা হয় গণিত অলিম্পিয়াড পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠদান পদ্ধতির সম্ভব্যতা যাচাই প্রকল্প। বাংলাদেশের ভৌগলিক সুষমতা বিবেচনা করে বাংলাদেশের ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলার ৮০টি স্কুলের ২৪০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীয় শিক্ষার্থীদের ওপর এ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে প্রথম দফার প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে, এবং দ্বিতীয় দফার প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। পরবর্তীতে আরও একটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্ভব্যতা যাচাই প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হবে।গণিত অলিম্পিয়াড পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ। এ পদ্ধতিতে যেমন একজন পাঠের সাথে বাস্তবের মিল রেখে শিক্ষা লাভ করতে পারে, ঠিক একই ভাবে সমস্যা সমাধানে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। প্রাণবন্ত শ্রেণিকক্ষ, অংশগ্রহণমূলক পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেমন একই সাথে পিয়ার লার্নিং এর সাথে পরিচিত ও অভ্যস্ত হয়, ঠিক তেমনি একই সাথে কার্যকর, সহজলভ্য ও আকর্ষণীয় উপাদান ব্যবহার করে তারা শেখাটাকে স্থায়ী করতে সক্ষম হয়।প্রশিক্ষণের প্রথম পর্যায়ে ২৪০ জন শিক্ষক ঢাকায় পাঁচ দিনের ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন। এ ক্যাম্পে তাদেরকে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কিভাবে আরও বেশি প্রাণবন্ত, অংশগ্রহণমূলক করে তোলা যায় এ বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়। এ ছাড়াও সংখ্যা, জ্যামিতি ও স্থানীয় মানে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠন করার নিমিত্তে বিভিন্ন এক্টিভিটি ও উপকরণ প্রস্তুতের সাথে পরিচিত করানো হয়। প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে ফিরে শিক্ষকরা যখন স্ব স্ব স্কুলে ফেরত যায়, এ অবস্থায় তাদেরকে সহায়তার জন্য রয়েছে নিয়মিত সুপারভাইজিং, যেখানে শিক্ষকদের মতামত, অভিমত, পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও সার্বক্ষণিক আপডেট পাবার জন্য শিক্ষকদের নিয়ে অনলাইনে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে অনলাইন ফলোয়াপ সমন্বয় করা হয়।যদিও প্রকল্পের এখনো অনেকটুকু বাস্তবায়ন বাকি, তারপরেও এখন পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি বিচারে বেশ কিছু বিষয় উৎসাহব্যাঞ্জক। প্রকল্পের আওতায় ৮০ টি স্কুলের প্রায় ১০০০ জন শিক্ষার্থী এবারে সারা দেশ ব্যাপী আয়োজিত ডাচ বাংলা ব্যাংক-প্রথমআলো গণিত উৎসবে অংশগ্রহণ করে। এ আয়োজনের প্রথম পর্যায়ে ৬৪ টি জেলাতে ৬৫টি বাছাই অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয়। বাছাই পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ৮০টি স্কুল থেকে ১৫৫ জন নির্বাচিত শিক্ষার্থী বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। এই বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে ৬ জন শিক্ষার্থী পরবর্তী ধাপে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে।এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হবার পরে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি উল্লেখজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় সবগুলো স্কুলেই, যেখানে আগে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অনিয়মিত ছিলো, এখন সেখানে উপস্থিতি অনেক বেশি। শিক্ষার্থীরা নিজ আগ্রহেই এখন শ্রেণীকক্ষে আসে, এবং কোনো কারণে শিক্ষকদের বিলম্ব হলে তারাই নিজেরা শিক্ষকদেরকে দ্রুত ক্লাস শুরু করবার জন্য তাগিদ দেয়। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি অংশ ছিলো, যারা অধিকতর চঞ্চল এবং ক্লাসে হৈ চৈ করে থাকতো। ফলাফল হিসেবে প্রায়ঃশই শ্রেণিকক্ষ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হত না। এখন এ শিক্ষার্থীরা আগ্রহভরে শিক্ষকের নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করে। এছাড়াও দলীয় কাজ এবং এক্টিভিটির সময়ে অধিকতর চঞ্চল শিক্ষার্থীরা নিজ দায়িত্বে বাকিদেরকে সাহায্য করে বলে, এখন ক্লাসরুম নিয়ন্ত্রণ করা আগের তুলনায় অনেক বেশি সহজ।শিক্ষার্থীদের মধ্যে পূর্বে ক্লাসে আসার আগে এবং ক্লাসরুমে পাঠের প্রতি অনীহা কাজ করতো, গণিত অলিম্পিয়াড পদ্ধতি আসবার পরে সেটা পুরোটাই পাল্টে গেছে। এখন শিক্ষার্থীরা নিজেরাই আগ্রহ নিয়ে ক্লাসে আসে, নিজেরাই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। কারণ গণিত বিষয়টি এতদিন ছিলো ওদের কাছে ভীতির, আর এখন খেলতে খেলতে, দলীয় কাজ করতে করতে ওরা আর গণিতকে ভয়ের কিছু মনেই করে না। গণিত বিষয়টিই ওদের কাছে হয়ে গেছে সবচাইতে প্রিয় বিষয়।এর বাইরে বেশ কিছু স্কুলের শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশের প্রান্তিক যোগ্যতা অপর্যাপ্ত ছিল। নতুন ক্লাসে উন্নীত হলেও পূর্বের ক্লাসের বিষয়সমূহে অনেকেই যথোপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করে আসেনি। আগে থেকেই পিছিয়ে থাকার কারণে একদমই প্রাথমিক বিষয়গুলো, যেমনঃ সংখ্যার ক্রমবাচকতা, যোগের ক্ষেত্রে হাতে রাখার ধারণা, স্থানীয় মান, জ্যামিতিক আকৃতির ব্যবহার ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো না। প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে আসবার পরে শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের পরে এ শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতার সুনির্দিষ্ট মান উন্নয়ন ঘটেছে। প্রায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীই এখন যোগ, বিয়োগ, সংখ্যা, স্থানীয় মান এবং জ্যামিতির সাধারণ সমস্যা সমাধানের সাথে সাথে এর পেছনের ধারণাগুলো কি, সেগুলো বাস্তবে কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছে। এর বাইরে প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকদের মানোন্নয়ন আরেকটি বড় অর্জন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। শিক্ষকদের প্রায় সবাই তাদের নিজেদের কিছু ভুল ধারণাও এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশোধিত হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। এর বাইরে তারা অনেকগুলো নতুন বিষয় সম্পর্কে জেনেছেন, নতুন ভাবে চিন্তা করতে শিখেছেন, এবং নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে আরো কি কি করা যেতে পারে সে বিষয়ে চেষ্টা করছেন। শিক্ষকদের এ বিষয়ে মতামত হচ্ছে, প্রকল্পের প্রশিক্ষণের আওতায় আসার পরে তাদেরও চিন্তাভাবনাতে যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তন ঘটেছে। তারা এখন শিক্ষার্থীদেরকে অনুশীলন সমাধান করবার পরিবর্তে বাস্তব জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে সমস্যা সমাধানমূলক পাঠদানে উৎসাহিত করছেন।এখন পর্যন্ত প্রকল্পের যে পর্যায় পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে, সেগুলোর বিচারে নিজের অগ্রগতিগুলো লক্ষ্য করা যায়:* গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের বাইরের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বইয়ের ধারণা সমন্বয় করা শিখছে। যেসকল শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল চিন্তাভাবনার অভ্যেস আগে থেকেই গড়ে তুলেছে, তারা সেটি প্রয়োগ করতে পারছে;
* যেসকল স্কুলে শিক্ষার্থীরা অনিয়মিত ছিলো, তাদের বিশাল অংশ এখন স্কুলে খুবই নিয়মিত। স্কুল এখন তাদের কাছে খেলাধূলা, মজা করার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করার স্থান। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই উৎসাহী হয়ে এখন পাঠলাভে মনোনিবেশ করছে;
* পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা লাভের পথ এখন আরো সহজ হয়েছে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীরাই এখন ক্লাসে অনেক বেশি মনযোগী হয়ে উঠছে এবং দ্রুত প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করছে;
* সকল স্কুলের শিক্ষার্থীরা এখন বইয়ের সমস্যাগুলো সমাধানের পাশাপাশি সেগুলোর পেছনের ধারণাগুলো কি কি, বাস্তবে কোথায় প্রয়োগ করা যেতে পারে, কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করছে;
* ক্লাসরুমে এখন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ অনেক বেশি স্বতস্ফূর্ত এবং প্রাণবন্ত। শিক্ষার্থীরা একক ও দলভিত্তিক কার্যক্রম করার মাধ্যমে পিয়ার লার্নিং ও দলগত কাজের সাথে পরিচিত হচ্ছে;
* যেসব শ্রেণীকক্ষে অমনোযোগী এবং অধিকতর চঞ্চল শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশি সেসকল শ্রেণীকক্ষতে এখন শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ করা আগের চাইতে সহজতর হয়েছে;
* শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত উপকরণগুলো আগে শুধুমাত্র শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত ছিলো। এছাড়াও উপকরণগুলো খুব বেশি সহজলভ্যও ছিলো না বলে শিক্ষকদের উপর বাড়তি চাপ কাজ করতো। কিন্তু এ প্রকল্পের আওতায় সকল উপকরণই শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত করে, এক্ষেত্রে শিক্ষক শুধুমাত্র নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও উপকরণগুলো বিনামূল্যে অথবা স্বল্প খরচে সংগ্রহ করা সম্ভব বলে শিক্ষকদের উপর এখন বাড়তি চাপ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

প্রকল্পের এখনো প্রায় অর্ধেক বাস্তবায়ন বাকি। তবে এখন পর্যন্ত শিক্ষকদের অংশগ্রহণ, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন এবং অন্যান্য বিচারে আমরা আশাবাদী যে প্রকল্প যথার্থ সাফল্য লাভ করবে এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা সকল প্রান্তিক যোগ্যতা লাভ করতে সক্ষম হবে। সম্ভব্যতা যাচাইপ্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলাফল আশাব্যাঞ্জক হলে এটি যথাযথ পরিমার্জনা ও সংশোধনপূর্বক সারা বাংলাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হবে। বর্তমান সময়ের বিচারে তাই এটি বলা যথার্থ, “প্রাথমিক পর্যায়ে গণিত অলিম্পিয়াড পদ্ধতি, দূর হচ্ছে শিক্ষার্থীদের গণিত ভীতি”। |

**৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ**

* শিশু বাজেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
* শিশুদের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীগণের সঠিক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাব;
* শিশু বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতার অভাব;
* বাজেট প্রণয়ন ও কর্ম পরিকল্পনার সময় শিশুদের বিষয়টি বিবেচনায় না নেয়া;
* বাজেট প্রণয়ন ও কর্ম পরিকল্পনায় শিশুদের সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ না থাকা;
* প্রকিউরমেন্ট যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ায় কার্যসম্পাদনে জটিলতা সৃষ্টি;
* কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথাসময়ে দরপত্র আহবান ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য উদ্যোগের অভাব;
* বাস্তবায়নকারী সংস্থা গুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব।

**৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা**

| **পরিকল্পনার মেয়াদ** | **পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম** |
| --- | --- |
| **২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনা** | * স্কুল ফিডিং কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করার জন্য এবং এ কার্যক্রমে বেসরকারি খাত ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জাতীয় স্কুল ফিডিং নীতি প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ। নীতিটি প্রণীত হলে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে স্থানীয় ব্যক্তিসহ বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে এবং সমাগ্রিক কার্যক্রম সমন্বিতভাবে বাস্তবায়িত হবে;
* আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার ক্যাপাসিটি উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘ডিজিটাল প্রাথমিক শিক্ষা’ শীর্ষক একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৫০৩টি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারঅ্যাকটিভ ক্লাসরুম তৈরি করা হবে, এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ২৫ কোটি টাকা;
* ‘প্রাথমিক স্কুল কাবস্কাউট (৩য় পর্যায়)’ প্রকল্পের সফলভাবে সমাপ্তির পর ‘প্রাথমিক স্কুল কাবস্কাউট (৪র্থ পর্যায়)’ প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার মোট প্রকল্প ব্যয় ৩৫৪.০২ কোটি টাকা;
* প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (পিইডিপি)-৪ গ্রহণ করা হয়েছে যার মোট ব্যয় ৩৮৩৯৭.১৬ কোটি টাকা যা মেয়াদকাল জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩;
* “প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম”শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার আওতায় প্রতিটি শিক্ষার্থী দুপুরে বিদ্যালয়ে খাবার পাবে ।
 |

**৮.০ উপসংহার**

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের জাতিকে নেতৃত্ব দিবে। তাই আজকের শিশুকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শিশুর মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে। শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, যুগোপযুগি শিক্ষা অর্থাৎ প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে শিশুকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আরও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ করণীয় পদক্ষেপ নির্ধারণে শিশুদের সরাসরি সম্পৃক্ত করতে হবে। শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। বিশেষ করে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে এক উন্নত সমৃদ্ধশীল দেশে পরিণত করার জন্য শিশু শিক্ষার কোন বিকল্প নাই।